প্রথম আলো

তারিখ 24 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৩

রাজশাহী ও কুমিল্লায় সমাবেশ, মানববন্ধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালো দিবস পালন, শোভাযাত্রা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল রোববার পালিত হলো কালো দিবস। ২০০৭ সালের ২৩ আগস্ট দিনটিতে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। নির্যাতনের ঘটনার এই দিনটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই বুকে কালো ব্যাজ পরে শোভাযাত্রা বের করেন। আর রাজশাহী ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে মানববন্ধন ও সমাবেশ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানান, গতকাল টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়োজিত আলোচনা সভায় সেই দিনের অমানুষিক নির্যাতনের বর্ণনা দেন ছাত্র-শিক্ষকেরা। বক্তব্য দেওয়ার সময় তাঁদের সবারই চোখ ছলছল করছিল। যেন এই গতকালের ঘটনা, এখনো এর রেশ কাটেনি।

বক্তারা বলেন, ২০ আগস্ট বিকেল থেকে শুরু হওয়া নির্যাতনের ধারাবাহিকতা পরবর্তী দুই দিন ধরে চলে। ২২ আগস্ট সান্ধ্য আইন জারি হলো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো, শিক্ষার্থীরা পড়িমরি করে ছুটলেন যে যেদিকে পারেন, আর তাঁদের পথে পথে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হলো। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পরিচয় গোপন করেন। এদিকে ক্যাম্পাসে শিক্ষকেরা অসহায় হয়ে পড়লেন। পরদিন রাতে ক্যাম্পাসের চারজন শিক্ষকের হাতে পড়ল হাতকড়া।

অনুষ্ঠানে রাশেদ খান মেনন বলেন, ওই ঘটনার পরে করা তদন্তটি ছিল আংশিক। এখন পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত করে নির্যাতনকারীদের শনাক্ত করা হবে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতনের ওই ঘটনায় কারা জড়িত ছিল তা জাতিকে জানাতে হবে এবং দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। এ জন্য সুষ্ঠু তদন্ত করা প্রয়োজন। তিনি ওই ঘটনায় দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সহ-উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, কোষাধ্যক্ষ মীজানুর রহমান, অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। আলোচনা অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে সাদা দলের শিক্ষকেরা সভাস্থল থেকে চলে যান। তাঁদের অভিযোগ, নীল দলের শিক্ষকেরা তাঁদের হয়ে সুরে উপস্থাপন ও আগস্টের আন্দোলনকে নিজেদের সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত সব ক্লাস স্থগিত ছিল। এ ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক সবাই বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

এ ছাড়া নির্যাতিত ছাত্র-শিক্ষকেরাও পৃথক কর্মসূচির আয়োজন করেন। এসব কর্মসূচির মধ্যে সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে তাঁরা একটি বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বের করেন। শোভাযাত্রা শেষে নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবিতে সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজের উদ্যোগে সিনেট ভবনের সামনে গতকাল সকাল ১০টার দিকে মানববন্ধন হয়। এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আব্দুস সোবহান, সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ নুরুল্লাহ, প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজের আহ্বায়ক মোজাফফর হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এম এ বারী, ছাত্র উপদেষ্টা গোলাম সাব্বির সাত্তার, অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, চৌধুরী সারওয়ার জাহান প্রমুখ অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী, সাংস্কৃতিক জোটের নেতা-কর্মী ও ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা '২৩ আগস্ট ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতন দিবস', 'বিশ্ববিদ্যালয় কখনো অগণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব মানে না', 'নির্যাতনকারীদের বিচার চাই' ইত্যাদি লেখাসংবলিত ব্যানার ও প্লাকার্ড বহন করেন।

কুমিল্লার নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, দুপুর দুইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে 'নির্যাতনবিরোধী সোচ্চার কণ্ঠ'-এর উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এইচ এম জেহাদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র সেন, লোক প্রশাসন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আয়েশা বেগম, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলের প্রাধ্যক্ষ এ এস এম শরিফুল করিম ও রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদার। সমাবেশে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।